

সূর্য প্রণাম

জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপয়েং মহাদ্যুতম্। ধ্বান্তারং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি
দবিকরম্।"

যে সূর্য দর্শনে সকল পাপ মুক্ত হয়ে যায় তা কি কখনো আকাশে এই সূর্য হতে
পারে?

শাস্ত্রে যে সূর্য তথা আত্মসূর্যের কথা বলা আছে যা দর্শনে সকল পাপ তথা সংস্কার
জ্বলে পুড়ে যায়, তা যোগসাধনার অত্যন্ত উচ্চাবস্থায় যোগীর অভ্যন্তরই প্রকাশিত
হয়।

এই আত্মসূর্য দর্শনে সব সংশয়ের নাশ হয় ও সত্যের জ্ঞান হয়।

এই আত্মসূর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে আগমসার বলেছেন - "সূর্যকোটপিত্তিকাশং
চন্দ্রকোটী সূর্যীতলম্ " - এই আত্মসূর্য কোটী সূর্যের ন্যায় প্রকাশসম্পন্ন অথচ
কোটী চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধতাদায়ক। এটা কি আকাশে সূর্যকে বোঝায়? বলাই তো
হয়ছে যে সেই মহাদ্যুতি আত্মসূর্য কোটী সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। এই আত্মসূর্যকে
লক্ষ্য করে গীতায় আরো বলা আছে - "ত্বমক্ষরং পরমং বদেতিব্যং ত্বমস্য বশ্বস্য
পরং নধানম্। ত্বমব্যয়ঃ শশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্বতং পুরুষো মতো মৌ।" তুমি
পরম জ্ঞানের বিষয়। তোমাতাই এই ব্রহ্মাণ্ড চলার শেষে লীন হয়ে যায়। তুমিই শশ্বত
তথা সনাতন ধর্মের গুপ্ত রহস্য, তুমি সনাতন পুরুষ।

এই প্রদীপ্যমান উৎসই হল আত্মসূর্য। এই আত্মসূর্য সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বলেছেন -
"ন তএ সূর্য্যভাতিন চন্দ্রতারকং নমে বদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। ত্বমবে
ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্যভাসা সর্বমদিং বিভাতি।"

অর্থাৎ যখনই সূর্যের করিণ পট্টা ছায় না, চন্দ্রতারকার করিণও পট্টা ছায় না, বদ্যুতের
দ্যুতিও তাহার অপেক্ষা উজ্জ্বল নয়, এই অগ্নির তো কথাই নাই। তিনি নিত্যকাল
দেদীপ্যমান আছেন বলেই এই দৃশ্যমান সূর্য চন্দ্র তারকাসহ গোটা জগৎব্রহ্মাণ্ড
তার জ্যোতির্ভেই প্রকাশিত।